যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

NOV. 11 2002

গৌরনদীতে উপবৃত্তির অর্থ যথাসময়ে না পাওয়ায় নারী শিক্ষা কর্মসূচি ব্যাহত হচ্ছে

মোঃ জামাল উদ্দিন, *গৌরনদী থেকে*

গৌরনদীর মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল-মাদ্রাসা ও কলেজের ছাত্রীরা যথাসময়ে উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ার কারণে এখানে সরকারের নারী শিক্ষা কর্মসূচি ভেস্তে যেতে বসেছে। গৌরনদীতে উপবৃত্তির টাকা প্রদানেও চলছে নানা দুর্নীতি ও অনিয়ম। গত জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এ ৬ মাসের টাকা ছাত্রীরা হাতে পেয়েছে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে। জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ ৬ মাসের টাকা কবে পাবে তার নিশ্চয়তা নেই। ২০০১ সালের শেষের ৬ মাসের টাকা তারা পেয়েছে গত মে মাসে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাসের পরে ছাত্রীরা যে টাকা পেয়েছে; সে টাকাটা তাদের পাওয়ার কথা ছিল পরীক্ষা পাসের আগেই। ফলে দেখা যায় যে উপবৃত্তির টাকা শিক্ষার কাজে ব্যয় হয় না। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের বছরের শুরুতেই নতুন বই কিনতে হয়। সেই সঙ্গে স্কুলের সেশন চার্জ, ভর্তি ফি, পরীক্ষা ফিসহ নানাবিধ খাতে প্রত্যেক ছাত্রীকেই একটা বড় অংকের অর্থ খরচ করতে হয়। কিন্তু যথাসময়ে উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ায় হতদরিদ্র পরিবারের অভিভাবকরা মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। উপবৃত্তির অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও চলে নানা দুর্নীতি-অনিয়ম। একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষককরা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশে ভুয়া ছাত্রীদের নামে উপবৃত্তির অর্থ তুলে নিজেরাই আত্মসাৎ করে থাকেন। কয়েকটি স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, উপবৃত্তির অর্থ প্রদানের সময় অফিসারদের আপ্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট হারে অর্থ কেটে রাখা হয়। ওই সব স্কুলের প্রধানরাও এ কথা স্বীকার করেছেন। সরকারি গৌরনদী কলেজের ছাত্রীদের কাছ থেকে উপবৃত্তি প্রদানের আগেই ৫০ টাকা করে অফিস খরচার জন্য আদায় করা হয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষ হেমায়েত হোসাইন খানও এ কথা স্বীকার করেছেন। তিনি এ প্রতিনিধিকে জানান, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোপাল বাবুর কথা অনুযায়ী এ অর্থ তোলা হয়েছে এবং টাকাটা তিনিই নিয়েছেন। অথচ টাকা প্রদানের এক বছর পর ছাত্রীরা উপবৃত্তির টাকা পেয়েছে। নিজাম উদ্দিন কলেজের ছাত্রীদের কাছ থেকেও একইভাবে অর্থ আদায় করা হয়েছে। উপবৃত্তির অর্থ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক স্কুলের ছাত্রীদের কাছ থেকে স্কুলের পাওনা টাকা আদায় করে রাখা হয়। উপজেলা সদরের পার্শ্ববর্তী একটি স্কুলের কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ব্যাংক কর্মকর্তারা টাকা প্রদানের পর চলে গেলে স্কুলের দরজা বন্ধ করে তাদের আটকে রাখা হয়। স্কুলের পাওনা টাকা কেটে রাখার পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। ওই স্কুলপ্রধান এ কথা স্বীকার করে জানান, ওই দিন টাকা আদায় না করা গেলে পরে আর টাকা পাওয়া যায় না। তারা বেতনও দেয় না, তাদের পড়ানোর জন্য সরকারি টিউশন ফিও যথাসময়ে পাওয়া যায় না। যথাসময়ে উপবৃত্তির টাকা ও টিউশন ফি প্রদান করা হলে এ সমস্যার সৃষ্টি হবে না বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। গৌরনদীর ২৫টি হাইস্কুল, ১১টি দাখিল মাদ্রাসা, ৫টি কলেজ ও ৩টি আলিম মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত প্রায় বারো হাজার ছাত্রী লেখাপড়া করছে। কিন্তু তারা যথাসময়ে উপবৃত্তির অর্থ না পাওয়ায় সরকারের নারী শিক্ষা উন্নয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্যই অনেকটা বানচাল হতে চলেছে।